দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 5 JUN 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 7

২১ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৪

শিক্ষার মাধ্যমে আশি ভাগ সমস্যা সমাধান করা সম্ভব ঃ — এরশাদ

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেছেন, সামগ্রিক অগ্রগতির জন্য শিক্ষা হলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। শিক্ষার মাধ্যমে শতকরা আশি ভাগ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। গতকাল (বৃহস্পতিবার) প্রতিভাবান ছাত্রদের মধ্যে চ্যান্সেলর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। বঙ্গভবনের দরবার কক্ষে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদের এই চ্যান্সেলর পুরস্কার দেয়া হয়। খবর বাসস'র।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বেগম রওশন এরশাদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি এ, কে, এম, নুরুল ইসলাম, স্পীকার শামসুল হুদা চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী, উপ-প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীবর্গ, সংসদ সদস্যবৃন্দ এবং উচ্চ পদস্থ বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ। স্নাতক সম্মান পরীক্ষায়

২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

এরশাদ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শীর্ষস্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীরাও এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতে সর্বাধিক বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। দু'হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্যে আমরা আমাদের নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

তিনি বলেন, মেধা ছাড়া আমাদের আর কোন বিকল্প নেই। আমাদের সম্পদের অভাব নেই। আমাদের রয়েছে উর্বর জমি আর বিপুল জনশক্তি। এই অবস্থায় আমাদের দরিদ্র কিম্বা অনুন্নত থাকার কোন যুক্তি নেই।

বাংলাদেশের অতীত গৌরবোজ্জ্বল দিনের কথা উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করে বলেন, আমরা যদি আবার উদ্যোগী হই, আমাদের জনগণকে ভালোবাসি; তাহলেই আমাদের হারানো গৌরব অবশ্য পুনরুদ্ধার করতে পারবো।

তিনি বলেন, আত্মনির্ভরতার পূর্ব শর্ত হলো আমাদের নিজস্ব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং আমাদের যোগ্যতা ও সক্ষমতার প্রতি আস্থা।

প্রেসিডেন্ট বলেন, আমাদের সন্তানরা ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসংখ্য সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাদেরকে সুযোগ-সুবিধা দেয়া হলে তারা অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে পারবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, ছাত্ররা হলো জাতির ভবিষ্যৎ সম্পদ। রাজনীতির আবর্তে তাদের সময় অতিবাহিত করা ঠিক নয় (রাজনীতিতে ছাত্রদের ব্যবহার করা দেশ ও জনগণের জন্য ক্ষতিকর)।

উল্লেখ করা যেতে পারে, জাতীয় ছাত্র পরিষদ এই পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে ১৯৮৪ সালে প্রতিভাবান ছাত্রদের জন্য চ্যান্সেলর পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। গতকাল প্রেসিডেন্ট ১৯৫ জনকে পুরস্কৃত করেন।

আজ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে চলতি বছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী ৩৬২ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হবে।